গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mora.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৯.০০১.১৮.১৩৭ তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
২৬ নভেম্বর ২০১৮

বিষয়: **হজ ও ওমরাহ আইন ২০১৮ প্রণয়ন বিষয়ে মতামত প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সুষ্ঠু হজ ও ওমরাহ পালন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ ও ওমরাহ আইন ২০১৮ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত হজ ও ওমরাহ আইনের খসড়া এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। এ বিষয়ে কোন মতামত থাকলে তা আগামী ১৫.১২.২০১৮ খ্রি. তারিখের মধ্যে ই-মেইলে (morahajsection@gmail.com) পিডিএফ ও ওয়ার্ড কপি প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৬-১১-২০১৮
আব্দুল্লাহ আরিফ মোহাম্মদ
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: +৮৮-০২-৯৫৮৪৩২২
ইমেইল: hajj_sec1@mora.gov.bd

বিতরণ জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):
১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩) পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪) সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৫) সিনিয়র সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।
৬) সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭) সিনিয়র সচিব, সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮) সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০) সিনিয়র সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১) রেক্টর (সিনিয়র সচিব), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), ঢাকা।
১২) সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
১৩) সচিব, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, ঢাকা।

১৪) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫) সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৮) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯) সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২০) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
২৩) সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২৪) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫) সচিব ,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৮) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৯) সচিব , কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩২) সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৩) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৪) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৫) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৬) সচিব , সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৭) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩৮) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩৯) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪০) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪১) সচিব, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়,
আগারগাঁ, ঢাকা।
৪২) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, ঢাকা।
৪৩) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, ঢাকা।
৪৪) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা।
৪৫) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৬) সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪৭) সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ,
ঢাকা।
৪৮) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, বাংলাদেশ
সচিবালয়, ঢাকা।
৪৯) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫০) সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ
সচিবালয়, ঢাকা।
৫১) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।
৫২) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ
সচিবালয়, ঢাকা।
৫৩) সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান
মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৪) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা।
৫৫) সচিব, বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন
সচিবালয়, ঢাকা।
৫৬) মান্যবর রাষ্ট্রদূত, , বাংলাদেশ দূতাবাস, রিয়াদ,
সৌদি আরব।
৫৭) মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা
অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫৮) মহাপরিচালক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,
তেজগাঁও, ঢাকা।
৫৯) প্রধান প্রকৌশলী , গণপূর্ত অধিদপ্তর
৬০) অতিরিক্ত সচিব (আইন), উন্নয়ন ও সংস্থা
অনুবিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬১) মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন,
আগারগাঁও, ঢাকা।

৬২) মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সি.ই.ও,, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স, বলাকা ভবন, কুর্মিটোলা, ঢাকা।
৬৪) মহাপরিচালক-৩, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬৫) যুগ্মসচিব, (অনুদান ও বাজেট/সংস্থা/প্রশাসন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬৬) যুগ্মসচিব (হজ), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৬৭) কনসাল জেনারেল, বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা, সৌদি আরব।
৬৮) কাউন্সেলর (হজ), , বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব।
৬৯) পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, বিমানবন্দর, ঢাকা।
৭০) সভাপতি/মহাসচিব, , হজ এজেন্সিজ এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব),সাত্তারা সেন্টার, ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা।
৭১) সভাপতি/মহাসচিব,, এ্যাসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (আটাব), সাত্তারা সেন্টার, ৩০/এ, নয়াপল্টন, ভিআইপি রোড, ঢাকা।
৭২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,, বিজনেস অটোমেশন লিমিটেড, ১২ কাওরান বাজার, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ১৬.০০.০০০০.০০৩.৩৯.০০১.১৮.১৩৭/১(৩)

তারিখ: ১২ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
২৬ নভেম্বর ২০১৮

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
২) সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়(সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩) অফিস কপি, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

২৬-১১-২০১৮
আব্দুল্লাহ আরিফ মোহাম্মদ
সিনিয়র সহকারী সচিব

বিল নং.....২০১৮

সূচিপত্র

ক্রমিক	ধারা	পৃষ্ঠা
I	প্রস্তাবনা	০১
০১.	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন	০১
০২.	সংজ্ঞা	০২০-০৩
০৩.	হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব	০৩
০৪	ই-হজ ব্যবস্থাপনা	০৩
০৫.	বিশেষ ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ	০৪
০৬.	হজের কোটা	০৪
০৭.	হজ প্যাকেজ ঘোষণা	০৪
০৮.	হজযাত্রী প্রতিস্থাপন	০৪
০৯.	হজ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০৪
১০.	কমিটির সভা	০৫
১১	কমিটির সিদ্ধান্তের বৈধতা	০৫
১২.	কমিটির ব্যয়	০৫
১৩	উপকমিটি গঠন	০৫
১৪	হজ অধিদপ্তর	০৫
১৫.	হজ এজেন্সি বা ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ	০৫
১৬.	এজেন্সি হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা ও লাইসেন্সের শর্তাবলি	০৬
১৭.	লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন	০৬
১৮.	লাইসেন্স বাতিল বা সাময়িক স্থগিতকরণ	০৬
১৯.	লাইসেন্স সমর্পন	০৭
২০.	এজেন্সি নিয়োগ ও লাইসেন্স সম্পর্কিত কমিটি	০৭
২১.	হজযাত্রী পরিবহন	০৭
২২.	ওমরাহ ও হজযাত্রীদের জন্য মক্কা-মদিনায় আবাসন	০৭
২৩.	হজগাইড নিয়োগ	০৭
২৪.	অস্থায়ী হজ কর্মচারী নিয়োগ	০৮
২৫.	হজ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল প্রেরণ	০৮
২৬.	আপৎকালীন ফান্ড	০৮
২৭.	এজেন্সি কর্তৃক অনিয়ম বা অসদাচরণ	০৮
২৮.	এজেন্সির অনিয়ম বা অসদারণের জন্য দন্ড	০৮
২৯.	দন্ডাদেশ পুনর্বিবেচনা	০৮
৩০.	বাতিল অথবা স্থগিত হজ লাইসেন্সের প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী	১০
৩১.	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা	১০
৩২.	অসুবিধা দূরীকরণ	১০
৩৩.	আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ	১০

হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৮

বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠুভাবে পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালন নিশ্চতকরণ বিষয়ে আইন প্রণয়নকল্পে আনীত বিল।

যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য পবিত্র হজ ও ওমরাহ নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠুভাবে পালন নিশ্চিতকরণের জন্য আইন প্রণয়ন প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:

১. **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (ক) এই আইন "হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৮" নামে অভিহিত হইবে।
(খ) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।
(গ) হজ ও ওমরাহযাত্রী এবং হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের জন্য এ আইন প্রযোজ্য হইবে।

২. **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "এজেন্সি" অর্থ বেসরকারিভাবে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য এই আইনের অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত হজ বা ওমরাহ এজেন্সি;

(খ) "হজ এজেন্সি" অর্থ শুধু হজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য এই আইনের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্সি;

(গ) "হজযাত্রী" অর্থ বাংলাদেশের একজন মুসলমান নাগরিক যিনি হজ পালনের উদ্দেশ্যে এই আইনের অধীনে প্রাক্-নিবন্ধন ও নিবন্ধন করেন এবং যিনি হজ পালনের জন্য বাংলাদেশ হইতে সৌদি আরবে গমন করেন ও হজ পালন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

(ঘ) "প্রাক-নিবন্ধন" অর্থ হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তির অনলাইনে প্রাথমিক তালিকাভুক্তকরণ;

(ঙ) "নিবন্ধন" অর্থ হজে গমনেচ্ছু প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ক্রমানুসারে চূড়ান্ত তালিকাভুক্তকরণ;

(চ) "ওমরাহ এজেন্সি" অর্থ শুধু ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য এই আইনের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত এজেন্সি;

(ছ) "ওমরাহযাত্রী" অর্থ একজন মুসলমান যিনি ওমরাহ পালনের জন্য বাংলাদেশ হইতে সৌদি আরবে গমন করেন এবং ওমরাহ পালন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন;

(জ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত, বা বিধি দ্বারা কোন বিষয় নির্ধারিত না হইয়া থাকিলে হজ সংক্রান্ত নীতিমালা/সার্কুলার/প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত;

(ঝ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধি;

(ঞ) "নীতিমালা" অর্থ সরকার কর্তৃক জারিকৃত হজ সংক্রান্ত নীতিমালা;

(ট) "সার্কুলার" অর্থ সরকার কর্তৃক জারিকৃত হজ সংক্রান্ত সার্কুলার;

(ঠ) "প্রজ্ঞাপন"অর্থ সরকার কর্তৃক জারিকৃত হজ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন;

(ড) "মন্ত্রণালয়" অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ;

(ঢ) "সরকার" অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ ;

(ণ) "সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান" অর্থ সরকারি/ আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গঠিত বিধিবদ্ধ বা অনুমোদিত বা লাইসেন্স প্রাপ্ত কোন সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান;

(ত) "মন্ত্রী" অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী;

(থ) "হজ চুক্তি" অর্থ রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত চুক্তি;

(দ) " হজ প্যাকেজ" অর্থ সরকার কর্তৃক সময় সময় ঘোষিত হজ সংক্রান্ত ব্যয় বিবরণী;

(ধ) "NID" অর্থ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় পরিচয়পত্র;

(ন) "জন্ম নিবন্ধন সনদ" অর্থ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ কতৃর্ক ইস্যুকৃত জন্মনিবন্ধন সনদ;

(প) "অসদাচরণ" অর্থ হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত এজেন্সি/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই আইনে বর্ণিত কোন বিষয় বা এ আইনের অধীনে প্রণীত বিধি বা হজ ও ওমরাহ বিষয়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোন নীতিমালা/ সার্কুলার/প্রজ্ঞাপন বিরোধী কার্যক্রম;

(ফ) "শাস্তি" অর্থ এ আইনের ..... ধারায় বর্ণিত দন্ড;এবং

(ব) "ব্যক্তি" অর্থ সরকারি কর্মচারী এবং হজ কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

৩. **হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব-** (ক) সরকারের পক্ষে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব, এই আইন ও এর অধীন প্রণীত বিধির আলোকে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং এই বিষয়ে আবশ্যক হইলে, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্য যে কোন মন্ত্রণালয় বা সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট অন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সম্পৃক্ত করিয়া কেন্দ্রীয় সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করিবে ।

(গ) হজ ও ওমরাহ সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হইবে; এবং প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক পরিচালিত হইতেছে কিনা তাহা মন্ত্রণালয় তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ ও নিশ্চিত করিবে ।

৪. **ই-হজ ব্যবস্থাপনা-**

(ক) হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক যাহারা সরকারি অথবা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমনে আগ্রহী, তাহারা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন প্লাটফর্মে অনলাইনে প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন করিবেন।

(গ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বছরব্যাপী হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অনলাইন কারিগরি অবকাঠামো পরিচালনা করিবে।

(ঘ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ সরকারি ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগকৃত হজ এজেন্সির মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সম্পন্ন করিবেন।

(ঙ) সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীগণ তাহাদের ক্রমানুসারে সময় সময় ঘোষিত প্যাকেজের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করিয়া চূড়ান্ত নিবন্ধন করিবে ।

(চ) প্রাক-নিবন্ধনের জন্য হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) অথবা জন্ম নিবন্ধন সনদ থাকিতে হইবে।

(জ) প্রাক-নিবন্ধনের পরে নিবন্ধনের জন্য হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তির হজের তারিখ হইতে কমপক্ষে পরবর্তী ৬(ছয়) মাস পর্যন্ত মেয়াদি পাসপোর্ট থাকিতে হইবে ।

(ঝ) যে সকল হজযাত্রীর বয়স ১৮ বা তদুর্ধ্ব, তাহাদের প্রাক-নিবন্ধনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) বাধ্যতামূলক। যাহাদের বয়স ১৮ বছরের নীচে তাঁহারা অভিভাবকের সঙ্গে জন্মনিবন্ধন সনদের কপিসহ প্রাক-নিবন্ধনের আবেদনপত্র পূরণ করিবেন।

(ঞ) অনিবাসী প্রবাসী বাংলাদেশীগণ (NRB) পাসপোর্ট, জন্ম-নিবন্ধন সনদ, কর্মরত দেশের ওয়ার্ক-পারমিটসহ প্রাক-নিবন্ধনের আবেদনপত্র পূরণ করিবেন ।

(ট) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজে গমনেচ্ছু প্রাক-নিবন্ধিত প্রার্থীর মধ্য হইতে ক্রমানুযায়ী প্রতিবছর নির্দিষ্টসংখ্যক হজযাত্রীর তালিকা নিবন্ধনের জন্য প্রকাশ করিবে । প্রাক-নিবন্ধিত তালিকা হইতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত কোন

হজযাত্রী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধনে ব্যর্থ হইলে প্রাক-নিবন্ধনের ক্রমানুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তির তালিকা প্রকাশ করিতে হইবে।

(ঠ) নিবন্ধনের জন্য প্রকাশিত তালিকার হজযাত্রীদের মধ্যে যাহারা ঘোষিত সময়ে নিবন্ধন করিতে ব্যর্থ হইবেন, তাহাদের প্রাক-নিবন্ধন পরবর্তী এক বছর পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

(ড) ওমরাহ পালনের জন্যও অনুরূপভাবে প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন করিতে হইবে।

(ড) হজযাত্রীদের সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন ও সকল তথ্য অনলাইনে প্রদর্শন করিতে হইবে।

৫. **বিশেষ ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ।-**

(ক) শারীরিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান বাংলাদেশর যে কোন মুসলমান হজ ও ওমরাহ পালনের জন্য প্রাক-নিবন্ধন করিতে পারিবেন। তবে আবেদনকারীর বয়স ২৫বছর অপেক্ষা কম হইলে, তিনি হজব্রত বা ওমরাহ পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্যেই আবেদন করিয়াছেন কিনা তাহা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক যাচিত হইলে তিনি বা তাহার অবিভাক আর্থিক সামর্থ্য বা উৎস বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(খ) হজ বা ওমরাহ পালনের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি বার্ধক্য, গুরুতর অসুস্থতা এবং শারীরিক দুর্বলতাজনিত কারণে হজ বা ওমরাহ পালনে অক্ষম প্রতীয়মান হইলে নির্ধারিত চিকিৎসক তাহা নিশ্চিত করিয়া সেই মর্মে প্রতিবেদন প্রদান করিবেন; এবং এইরূপ ব্যক্তিকে হজ বা ওমরাহ পালনে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নিরুৎসাহিত করা যাইবে।

৬. **হজযাত্রী কোটা** -(ক) হজ বিষয়ে রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে উল্লিখিত কোটার ভিত্তিতে সরকার প্রতিবছর সরকারি ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর কোটা নির্ধারণ করিবে।

(খ) সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমনেচ্ছু প্রাক-নিবন্ধিত প্রার্থীর মধ্যে হইতে ক্রমানুযায়ী কোটার সমসংখ্যক হজযাত্রীর তালিকা নিবন্ধনের জন্য প্রকাশ করিবে এবং সর্বক্ষেত্রে প্রাক-নিবন্ধনের ক্রম অনুসরণ করিতে হইবে। এই আইনের অধীনে লাইসেন্স প্রাপ্ত এজেন্সিরা বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের হজ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(গ) হজ ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত কোন ব্যক্তি/সদস্য কোটার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৭. **হজ প্যাকেজ ঘোষণা**–

(ক) হজ বিষয়ে রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পর পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিবৎসর হজসূচি প্রণয়ন করিয়া হজের ব্যয় সংক্রান্ত হজ প্যাকেজ ঘোষণা করিবে।

(খ) রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে হজচুক্তি সম্পাদনের ২০ দিনের মধ্যে নিবন্ধন ও হজসংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনা ও খাত ভিত্তিক ব্যয় উল্লেখ করিয়া "হজ প্যাকেজ" ঘোষণা করিবে। তবে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনসাপেক্ষে ইহার পরেও "হজ প্যাকেজ" ঘোষণা করা যাইবে।

৮. **হজযাত্রী প্রতিস্থাপন**– (ক) সরকারি বা বেসরকারি ব্যবস্থাপনা কোনো হজযাত্রী মৃত্যু, গুরুতর অসুস্থতার কারণে হজে গমণে অক্ষম হইয়া পড়িলে সিভিল সার্জন/মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি অপারগ হজযাত্রীর পরিবর্তে পাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী প্রতিস্থাপন করা যাইবে।

(খ) উপ-ধারা (খ) এর অধীন হজে গমণে অপারগ হজযাত্রীর বাংলাদেশ অংশে অব্যয়িত ও ফেরতযোগ্য অর্থ সংশ্লিষ্ট হজযাত্রী বা ক্ষেত্রমত, হজযাত্রীর উপযুক্ত প্রতিনিধিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেরত প্রদান করিতে হইবে। তবে ঐ ব্যক্তির জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষের বরাবর পরিশোধিত কোন অর্থ ফেরতযোগ্য হইবে না।

৯. **জাতীয় হজ ব্যবস্থাপনা কমিটি** – (ক) সরকার, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীকে সভাপতি করিয়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং হজ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি জাতীয় হজ ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করিবে।

(খ) কমিটি নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে,

(১) রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে হজ চুক্তি সম্পাদন ও সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক প্রয়োজনে হজ নীতিমালা হাল নাগাদকরণ;

(২) ওমরাহ ও হজ এজেন্সিসমূহের কার্যাবলি পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান;

(৩) হজ প্যাকেজ ঘোষণা;

(৪) ই-হজ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন এবং হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন কার্যক্রম তদারকি;

(৫) হজ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

(৬) হজ ক্যাম্প প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধান;

(৭) হজযাত্রীগণের নিরাপদ ভ্রমণ, আবাসন, প্রতিষেধক প্রদান এবং প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ;

(৮) জেদ্দা, মক্কা এবং মদিনায় হজের আনুষ্ঠানিকতা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

১০. **কমিটির সভা**–

(ক) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে কমিটি ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে এবং সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে ।

(খ) কমিটি প্রতি বৎসর পরিসমাপ্ত হজের পর্যালোচনা এবং পরবর্তী হজের পরিকল্পনা ও আয়োজনের ব্যবস্থা করিবে। কমিটি প্রতিবছর অন্যূন তিনটি সভা করিবে এবং কমিটির সভাপতি প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করিতে পারিবেন ।

(গ) সভাপতির অনুপস্থিতিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব সভায় সভাপতিত্ব করিবেন ।

১১. **কমিটির সিদ্ধান্তের বৈধতা-**

কমিটির কোন সদস্যের পদ শুন্য থাকিলে অথবা কমিটির গঠনে কোন ত্রুটির কারণে কমিটির কোন সিদ্ধান্ত অবৈধ হইবে না বা তৎসম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

১২. **কমিটির ব্যয়-**

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কমিটির দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সরকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করিবে।

১৩. **উপ-কমিটি গঠন।-**

(ক) কমিটি, উহার উপর আরোপিত যে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য, আবশ্যক মনে করিলে এতদুদ্দেশ্যে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে ।

(খ) উপ-কমিটিতে, হজ সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে কো-অপ্ট করা যাইবে।

১৪. **হজ অধিদপ্তর-** হজ অধিদপ্তরের মাধ্যমে হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হইবে। হজ অধিদপ্তরের অধীনে একাধিক আঞ্চলিক হজ অফিস পরিচালিত হইবে। হজ অধিদপ্তর ও এর অধীন দপ্তরসমূহের জন্য সরকার অনুমোদিত নির্দিষ্ট জনবল কাঠামো থাকিবে।

১৫. **হজ এজেন্সি বা ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ।-**

(ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ বা ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হজ এজেন্সি ও ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ করিতে পারিবে।

(খ) হজ এজেন্সি বা ওমরাহ এজেন্সি হিসাবে নিয়োগ পাইতে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এতদুদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে মন্ত্রণালয়ে আবেদন করিবে এবং আবেদনের পদ্ধতি ও শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(গ) এই ধারার অধীন প্রাপ্ত আবেদনসমূহ ধারা ২০ এর অধীন গঠিত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং কমিটি এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে উহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করিবে, এবং মন্ত্রণালয় অনুরূপ সুপারিশের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে হজ এজেন্সি বা ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৬. **এজেন্সি হিসাবে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা ও লাইসেন্সের শর্তাবলি–**

(ক) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ বা ওমরাহ কার্যক্রমে পরিচালনার উদ্দেশ্যে হজ বা ওমরাহ এজেন্সি হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে,

(১) হজ এজেন্সির ক্ষেত্রে অন্যূন পাঁচ বৎসর এবং ওমরাহ এজেন্সির ক্ষেত্রে অন্যূন দুই বৎসর ট্রাভেল এজেন্সি পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা;

(২) এজেন্সির স্বত্বাধিকারী অথবা পরিচালক অথবা ব্যবস্থাপনা অংশীদার বাংলাদেশি মুসলমান নাগরিক হইবে; এবং

(৩) হজ এজেন্সির জন্য আবেদনকারীর অফিস, প্রয়োজনীয় লোকবল এবং অন্ততপক্ষে আরবী ভাষায় দক্ষ একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী থাকিতে হইবে।

(খ) এজেন্সির স্বত্বাধিকারী অথবা পরিচালক অথবা ব্যবস্থাপনা অংশীদার হজ বা ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেবল লাইসেন্স পাইবার অধিকারী হইবেন, যাহা হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(গ) হজ বা ওমরাহ এজেন্সি হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য নির্ধারিত জামানতের অর্থ এজেন্সিসমূহ এফ ডি আর এর মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামে জমা প্রদান করিবে। সময় সময় সরকার এফ ডি আর-এর হার নির্ধারণ করিবে।

(ঘ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ ও ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে হজ বা ওমরাহ এজেন্সি হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য এই ধারায় বর্ণিত যোগ্যতা ও শর্তসমূহের অতিরিক্ত যোগ্যতা ও শর্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে।

(ঙ) হজ বা ওমরাহ এজেন্সিসমূহ মন্ত্রণালয় বরাবর এই মর্মে অঙ্গীকারনামা প্রদান করিবে যে, তাহারা হজ বা ওমরাহ বিষয়ে বাংলাদেশ ও সৌদি সরকারের প্রচলিত ও প্রযোজ্য সকল আইন ও বিধি-বিধান এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আদেশসমূহ প্রতিপালন করিবে।

(চ) অধিকতর উত্তম হজ বা ওমরাহ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে হজ বা ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য যে কোন শর্ত আরোপ করিবার এবং হজ বা ওমরাহ এজেন্সিসমূহের যে কোন আবেদন প্রত্যাখান করিবার এবং হজ বা ওমরাহ এজেন্সি হিসাবে নিয়োগের যে কোন আদেশ বাতিল করিবার অধিকার মন্ত্রণালয়ের থাকিবে।

১৭. **লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন–**

(ক) এই আইনের অধীন প্রদত্ত হজ ও ওমরাহ লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে তিন বৎসর।

(খ) ধারা ২০ এর অধীন গঠিত কমিটি কোন হজ বা ওমরাহ এজেন্সির পূর্ববর্তী কার্যক্রম এবং সেবার মান সন্তোষজনক বলিয়া প্রত্যয়ন ও সুপারিশ করিলে, মন্ত্রণালয় তিন বৎসর অন্তর অন্তর উক্ত এজেন্সির লাইসেন্স নির্ধারিত ফি ও অন্যান্য কর আদায় হওয়া সাপেক্ষে নবায়ন করিবে।

(গ) কোন হজ বা ওমরাহ এজেন্সি পর পর তিন বছর কোন হজ বা ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালনা করিতে ব্যর্থ হইলে, সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল হইবে এবং নবায়নযোগ্য হইবে না।

১৮. **লাইসেন্স বাতিল বা সাময়িক স্থগিতকরণ।-**

(ক) কোন হজ বা ওমরাহ এজেন্সি উহার পূর্ববর্তী বৎসরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে ব্যর্থ হইলে কিংবা হজ বা ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালনাকালে গুরুতর অসদাচরণ বা অনিয়ম করিলে, মন্ত্রণালয় উক্ত এজেন্সির লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল কিংবা সাময়িক মেয়াদের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে।

(খ) উপ-ধারা (ক) এর অধীন কোন হজ বা ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল কিংবা সাময়িক মেয়াদের জন্য স্থগিত করিবার পূর্বে উক্ত এজেন্সিকে কেন অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না সেই মর্মে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

১৯. **লাইসেন্স সমর্পন।-**

(ক) এই আইনের অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন হজ এজেন্সি বা ওমরাহ এজেন্সি যে কোন সময় উহার লাইসেন্স সমর্পন করিয়া জামানতের অর্থ ফেরৎ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(খ) কোন হজ এজেন্সি বা ওমরাহ এজেন্সি এই আইনের অধীন প্রাপ্ত লাইসেন্স অন্য কাহারো নিকট বিক্রয় করিতে বা হস্তান্তর কতে পারিবে না এবং করিলে অনুরূপ বিক্রয় বা হস্তান্তর সম্পূর্ণ অকার্যকর হইবে; অধিকন্তু উক্ত হজ এজেন্সি বা ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল হইবে এবং জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে।

(গ) কোন হজ এজেন্সি বা ওমরাহ এজেন্সি এই আইনের অধীন প্রাপ্ত লাইসেন্স নিজে পরিচালনা না করিয়া অন্য ব্যক্তি বা এজেন্সির নিকট ভাড়া প্রদান করিতে পারিবে না এবং করিলে উহা অবৈধ হইবে; এবং উক্ত কারণে উক্ত হজ এজেন্সি বা ওমরাহ এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল হইবে এবং জামানত বাজেয়াপ্ত হইবে।

২০. **এজেন্সি নিয়োগ ও লাইসেন্স সম্পর্কিত কমিটি।-**

(১) ধারা ১৫, ১৬ ও ১৭ এর অধীন হজ এজেন্সি বা ওমরাহ এজেন্সি নিয়োগ এবং তদুদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রদান এবং এজেন্সির লাইসেন্স স্থায়ীভাবে বাতিল কিংবা সাময়িক মেয়াদের জন্য স্থগিতকরণ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করিবার জন্য ৯ধারায় গঠিত জাতীয় কমিটি পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপকমিটি গঠন করিবে।

২১. **হজযাত্রী পরিবহন-**

হজ অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী আকাশ পথে অথবা সমুদ্রপথে হজযাত্রী পরিবহনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। হজ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহযোগীতায় হজযাত্রী পরিবহনের জন্য উম্মুক্ত প্রতিযোগীতার মাধ্যমে এয়ার লাইন্স বা সমুদ্রগামী যাত্রীবাহী জাহাজ ভাড়া করিবে।

২২. **হজযাত্রীদের জন্য মক্কা ও মদিনায় আবাসন।-**

(ক) মন্ত্রণালয় এবং এজেন্সিসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্ব-স্ব ব্যবস্থাধীন হজযাত্রীদের জন্য মক্কা ও মদিনায় সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করিবে।

(খ) আবাসন ভাড়া করিবার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক এই বিষয়ে জারিকৃত নির্দেশনা এবং সৌদি আরব সরকারের বিধি-বিধান অনুরসণ করিতে হইবে।

(গ) ৯ ধারায় গঠিত জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অধিদপ্তর, জেদ্দা হজ অফিস এবং সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ মিশনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি উপকমিটি গঠন করিবে। উপকমিটি উম্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপযুক্ত আবাসন ভাড়া করিবে।

২৩. **হজগাইড নিয়োগ।-**

(ক) হজ অধিদপ্তর এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ এজেন্সিসমূহ স্ব-স্ব ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিধি দ্বারা বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক হজযাত্রীর বা তাহার অংশবিশেষের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক হজগাইড নিয়োগ করিবে।

(খ) সরকারি ও বেসরকারি উভয় ব্যবস্থাপনায় নির্বাচিত হজগাইড এমন ব্যক্তি হইবেন যিনি ইতোপূর্বে হজ পালন করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

(গ) হজগাইড নিয়োগের জন্য সরকার বিধি প্রণয়ন করিবে।

২৪. **অস্থায়ী হজ কর্মচারী নিয়োগ।**—

(ক) সরকার হজ মৌসুমে সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য মক্কা, মদিনা এবং জেদ্দা বিমানবন্দর, মদিনা বিমানবন্দরে অনূর্ধ্ব চার মাস মেয়াদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অস্থায়ী হজ কর্মচারী (মৌসূমী হজ কর্মকর্তা/কর্মচারী) নিয়োগ দান করিবে।

(খ) উপ-ধারা (ক) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীগণ বিদেশে অবস্থানকালীন চাকুরীর শর্তাবলী, প্রাপ্য পারিশ্রমিক ইত্যাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

২৫. **হজ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দল প্রেরণ।-**

(ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে হজযাত্রীদের সেবাদানের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত দলসমূহ সৌদি আরবে প্রেরণ করিবে, যথা-

(১) সৌদি আরবে সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে অন্যূন তিন ও অনূর্ধ্ব দশ সদস্যের হজ প্রতিনিধি দল;

(২) সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম তদারকি, অভিযোগ শ্রবণ, তদন্ত পরিচালনা, তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ, সৌদি কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধন, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে নির্ধারিত সংখ্যক সদস্যের একটি হজ প্রশাসনিক দল;

(৩) হজযাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নির্ধারিত সংখ্যক চিকিৎসক, নার্স, ব্রাদার, ফার্মাসিস্ট, প্যারামেডিকস, ল্যাব টেকনিশিয়ান ও ক্লিনার এর সমন্বয়ে হজ চিকিৎসা দল; এবং

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ ১, ২ ও ৩ এ বর্ণিত দলসমূহ গঠনের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিধি প্রণয়ন করিবে।

(খ) সৌদি আরবে মক্কা, মদিনা এবং জেদ্দায় হজ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের জন্য সৌদি আরবে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হজকর্মী এবং বিনা পারিশ্রমিকে/স্বেচ্ছা শ্রমে আগ্রহী স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা যাইবে।

২৬. **আপৎকালীন ফান্ড।-**

(ক) সরকারি-বেসরকারি ব্যবস্থাপনা নির্বিশেষে হজযাত্রীদের দৈব-দুর্বিপাক, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ও সার্বিক কল্যাণে ব্যয়ের জন্য একটি আপৎকালীন ফান্ড থাকিবে।

(খ) সরকারি অনুদান, হজযাত্রীর প্রদত্ত অর্থ এবং স্বীকৃত উপায়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুদান দ্বারা আপৎকালীন ফান্ড গঠিত হইবে। উক্ত ফান্ডের অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হইবে এবং উক্ত ফান্ড কিভাবে রক্ষিত হইবে তাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৭. **এজেন্সি কর্তৃক অনিয়ম বা অসদাচরণ।-**

(ক) হজ বা ওমরাহ এজেন্সি হজ বা ওমরাহ প্যাকেজ ঘোষিত শর্ত অনুযায়ী সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজযাত্রী বা ওমরাহ পালনকারীর সঙ্গে অঙ্গিকারাবদ্ধ থাকিবে।

(খ) যদি কোন এজেন্সি হজযাত্রী ওমরাহ পালনকারীকে অঙ্গিকার মোতাবেক প্রাপ্য সেবা প্রদান করিতে ব্যর্থ হয় অথবা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিয়া এমন কোন কার্য বা আচরণ করে যে, উক্ত কারণে হজ বা ওমরাহ যাত্রীর হয়রানি, ভোগান্তি বা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়, তাহা হইলে উক্ত হজ বা ওমরাহ এজেন্সি অনিয়ম বা অসদারণ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) কোন হজ বা ওমরাহ এজেন্সি কর্তৃক হজ বা ওমরাহ যাত্রীর অর্থ আত্মসাৎ বা প্রতারণামূলক আচরণ করিলে তাহা ধর্তব্য অপরাধ হিসেবে গণ হইবে।

২৮. **এজেন্সির অনিয়ম বা অসদারণের জন্য দন্ড-**

(ক) এ ধারার উপ-ধারা (চ) এর অধীন গঠিত তদন্ত কমিটি স্ব-উদ্যোগে অথবা ঢাকা কিংবা সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশ সরকারের কোন কর্মচারী অথবা বাংলাদেশ বা সৌদি আরবে কোন হজ বা ওমরাহ যাত্রী অথবা অন্য কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির নালিশের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তদন্ত করিয়া যদি দেখিতে পায় যে, হজ বা ওমরাহ এজেন্সি অনিয়ম বা অসদাচরণ করিয়াছে, তাহা হইলে উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট হজ বা ওমরাহ এজেন্সিকে নিম্নবর্ণিত যে কোন একটি বা একাধিক দন্ড আরোপ করিতে পারিবে, যথা:

(১) হজ এজেন্সির ক্ষেত্রে অনধিক এক কোটি টাকা এবং ওমরাহ এজেন্সির ক্ষেত্রে অনধিক ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জরিমানা;

(২) আংশিক জামানত বাজেয়াপ্ত;

(৩) জামানত বাজেয়াপ্ত;

(৪) লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত;

(৫) লাইসেন্স বাতিল;

(৬) সতর্কিকরণ;

(৭) তিরস্কার;

(৮) কোন ওমরাহ বা হজ এজেন্সিকে কোন অনিয়মের জন্য পরপর দুই বছর তিরস্কার করা হইলে দ্বিতীয় বছরে ঐ এজেন্সির লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য স্থগিত করা হইবে।

(খ) সৌদি আরবে অবস্থানকালীন হজযাত্রী বা ওমরাহ পালনকারীর দাখিলকৃত কোন অভিযোগ তাৎক্ষণিকভাবে প্রমাণিত হইলে হজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বরত প্রশাসনিক দলের প্রধান সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট এজেন্সির নিকট থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হজযাত্রী বা ওমরাহ পালনকারীকে প্রদান করিতে পারিবে।

(গ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক লাইসেন্স বাতিল হইবার পর, উক্ত হজ এজেন্সির মালিক ও অংশীদার পরবর্তী দুই বছর বৎসর এবং ওমরাহ এজেন্সি পরবর্তী বৎসরের জন্য অন্য কোন লাইসেন্স পাইবার অধিকারী হইবে না বা অন্য কোন এজেন্সির কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করিতে বা সম্পৃক্ত হইতে পারিবে না।

(ঘ) জরিমানার অর্থ জামানতের অর্থ হইতেও কর্তন করা যাইবে; এবং জরিমানার অর্থ আদায় হইলে উহা হইতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যাইবে। "পাবলিক ডিমান্ডস রিকভারি এ্যাক্ট-১৯১৩" এর অধীনে জরিমানা আদায়যোগ্য হইবে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট হজ বা ওমরাহ এজেন্সিকে শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, এই ধারার অধীন কোন দন্ড আরোপ করা যাইবে না।

(চ) মন্ত্রণালয়, এই ধারার অধীন অভিযোগ শুনানি করিয়া সুপারিশ প্রদানের জন্য ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিবে।

২৯. **দন্ডাদেশ পুনর্বিবেচনা-**

(ক) অনিয়ম বা অসদাচরণের জন্য কোন হজ বা ওমরাহ এজেন্সিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কোন দন্ড আরোপ করা হইলে উহার বিরুদ্ধে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পুনর্বিবেচনার আবেদন করা যাইবে।

(খ) মন্ত্রণালয়, এই ধারার অধীন পুনর্বিবেচনার আবেদনসমূহ শুনানি করিয়া সুপারিশ প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর মহাপরিচালক এবং ওয়াকফ প্রশাসকের সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি রিভিউ কমিটি গঠন করিবে।

(গ) রিভিউ কমিটি, তদন্ত কমিটি সুপারিশের ভিত্তিতে আরোপিত দন্ড বাতিল, পরিবর্তন না সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে।

(ঘ) মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, রিভিউ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে আরোপিত দন্ড বাতিল, পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবে। রিভিউ কমিটির সুপারিশকৃত কোন সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর কোন আদালতে এ বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৩০. **বাতিল অথবা স্থগিত হজ লাইসেন্সের প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী-**

বাতিল অথবা স্থগিত হজ লাইসেন্সের প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীদের তাহাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সরকার অন্য হজ এজেন্সিতে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

৩১. **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-**

(ক) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিত পারিবে।

(খ) এই আইনের অধীন বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত,

(১) সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় হজনীতি; এবং

(২) হজ সংক্রান্ত বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সময় জারিকৃত পরিপত্র, আইনের অধীন প্রণীত বিধি বলিয়া গণ্য হইবে।

৩২. **অসুবিধা দূরীকরণ।-**

(ক) অস্পষ্টতার কারণে এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা বা জটিলতা উদ্ভুত হইলে, এই আইনের অন্যান্য বিধান ও উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টিকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(খ) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে দুই বৎসর অতিবাহিত হইবার পর ৩২ ধারা অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং এ ধারার অধীন কোন প্রজ্ঞাপন জারী করা যাইবে না।

৩৩. **আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ।-**

কোন হজ বা ওমরাহ এজেন্সি যদি এই আইনের ২৭ ধারা বর্ণিত কোন অনিয়ম বা অসদাচরণ সৌদি আরবের ভূখন্ড বা অন্য কোন দেশে করিয়া থাকে, যাহা ধারা ২৮ এর অধীন দন্ডনীয়, তাহা হইলে উক্ত অনিয়ম বা অসদাচরণ বাংলাদেশের ভূখন্ডেই কৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী উহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

.....x.....